03 SEP 2016

যুগান্তর

আবাসন ও পরিবহন সংকটে দুর্ভোগ শিক্ষার্থীদের

ইন্দ্রজিৎ রায়, *যশোর ব্যুরো*

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (যবিপ্রবি) তিন সহস্রাধিক শিক্ষার্থীর মধ্যে দুটি হলে মাত্র এক হাজার শিক্ষার্থীর আবাসনের সুযোগ রয়েছে। বাকি শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসের বাইরে কমপক্ষে দশ কিলোমিটার দূরে শহরে মেসে থাকতে হয়। বর্তমানে জঙ্গি ইস্যুতে কড়াকড়ির কারণে এক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীদের অনেক বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়। তার ওপর বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা-যাওয়ার জন্য মাত্র সাতটি বাস থাকায় যাতায়াতে চরম দুর্ভোগ পোহাতে

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

আবাসন ও পরিবহন সংকটে দুর্ভোগ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হয় শিক্ষার্থীদের। পাবলিক বাসে চলাচলে প্রায়ই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির শিকার হতে হয় তাদের। এদিকে শিক্ষক ও বিভাগীয় দফতরগুলোর জন্য ফ্রি ওয়াইফাই ব্যবস্থা থাকলেও শিক্ষার্থীরা সেই সুবিধা পাচ্ছে না, যা তাদের প্রযুক্তিভিত্তিক পড়াশোনায় পিছিয়ে দিচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, ২০০৯ সালে ক্যাম্পাস চালুর সময় ছাত্রদের জন্য পাঁচশ' আসনের শহীদ মশিয়ুর রহমান হল ও মেয়েদের জন্য পাঁচশ' আসনের শেখ হাসিনা হল চালু হয়। তবে হল দুটিতে এর চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষার্থী থাকছেন। প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের হলে আসন পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

মেসে থাকা শিক্ষার্থী রিয়াজ মাহমুদ বলেন, মেসে থাকাটা ঝুঁকিপূর্ণ। জঙ্গি ইস্যুতে কড়া নজরদারির কারণে বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে। শেখ হাসিনা হলের হুমাইয়া আজমেরা, শায়মা জাবেদ শম্পা, শাম্মী আক্তারসহ একাধিক ছাত্রী জানান, গণরুমে ১০/১২ জন গাদাগাদি করে থাকতে হয়। এতে পড়াশোনার পরিবেশ বিঘ্নিত হয়। হলে মেয়েদের জন্য ডিসপেনসারি নেই। নেই কোনো লাইব্রেরি। ছাত্রী হলে পুরুষ কর্মচারীদের ডিউটি দেয়া হয়। তাদের আচরণ ভালো না। হল ফি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অনেক বেশি হলেও সুযোগ-সুবিধা অনেক কম। তার ওপর ঘন ঘন লোডশেডিং আর পানির সমস্যা তো আছেই।

আবাসন সমস্যার বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. আবদুস সাত্তার বলেন, খুব শিগগির দুই হাজার শিক্ষার্থী ধারণক্ষমতার (প্রতিটি এক হাজার) দুটি হল নির্মাণ কাজ শুরু হবে। এরই মধ্যে অনুমোদন পাওয়া গেছে। হল দুটি চালু হলে আবাসন সমস্যার সমাধান হবে।

এদিকে শিক্ষার্থীদের পরিবহনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ৪টি এবং বিআরটিসি থেকে ভাড়া করা তিনটি বাস রয়েছে। এই ৭টি বাস ক্যাম্পাস-মনিহার ও ক্যাম্পাস-চাঁচড়া রুটে যাতায়াত করে। কিন্তু প্রায় দুই হাজার শিক্ষার্থীর জন্য যা খুবই কম। ফলে বেশিরভাগ শিক্ষার্থীকে পাবলিক বাসেই ক্যাম্পাসে যাতায়াত করতে হয়। এতে অতিরিক্ত খরচের সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয় শিক্ষার্থীদের।

তাদের অভিযোগ, মুন্সি মেহেরুল্লাহ স্টেশনের সঙ্গে যবিপ্রবি ক্যাম্পাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শাটল ট্রেন চালুর আশ্বাস দিলেও তা আজও বাস্তবায়ন হয়নি। ক্যাম্পাসের সঙ্গে যশোর শহরের সরকারি এমএম কলেজ, মেডিকেল কলেজ, শেখ হাসিনা আইটি পার্ক সংযুক্ত করে ১১ কিলোমিটার চক্র রেল চালু করলে শিক্ষার্থীদের পরিবহন সংকটের স্থায়ী সমাধান সম্ভব হবে।

ভিসি ড. আবদুস সাত্তারও এ বিষয়ে একমত পোষণ করে বলেন, বাসের সংখ্যা বাড়িয়ে পরিবহন সংকট সমাধান সম্ভব নয়। ক্যাম্পাসের সঙ্গে যশোর শহরের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সংযুক্ত করে চক্ররেল চালু করা হোক। এতে পরিবহন সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে। শিক্ষা, শিল্প ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হলে যশোর হবে অর্থনৈতিক জোন।

এদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ফ্রি ইন্টারনেট সুবিধা না থাকায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে থাকতে হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন শিক্ষার্থীরা। তাদের দাবি, বেসরকারি মোবাইল অপারেটরের চড়া দামের ইন্টারনেট প্যাকেজ ব্যবহার করা শিক্ষার্থীদের পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ এখন পড়াশোনার জন্য ইন্টারনেট সবচেয়ে জরুরি। তাদের অভিযোগ, শিক্ষক ও বিভাগীয় দফতরগুলোতে নিজস্ব ফ্রি ওয়াইফাই ব্যবস্থা থাকায় শিক্ষার্থীদের বিষয়ে তাদের খুব বেশি আগ্রহ নেই।

এ প্রসঙ্গে ক্যাম্পাস নেটওয়ার্ক প্রকল্পের সাব প্রজেক্ট ম্যানেজার ও যবিপ্রবি ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান সহকারী অধ্যাপক ড. এএসএম মুজাহিদুল হক বলেন, বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ১৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্রি ওয়াইফাই চালুর উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে যবিপ্রবিতে ২ কোটি ৬৩ লাখ টাকার প্রকল্প রয়েছে। এরই মধ্যে চুক্তি হয়েছে। তবে বিশ্বব্যাংক প্রকল্পের টাকা ছাড় না করায় এখনও কাজ শুরু হয়নি। তবে দ্রুত কাজ শুরুর তাগিদ দেয়া হচ্ছে।